ইস্যু নং: ০৭
১৭ মার্চ ২০০৮
দাম: ৪ টাকা

The Pitribhumi
পিতৃভূমি
ভূমি আগ্রাসন প্রতিরোধ ছাত্র-যুব কমিটির মুখপত্র

Rebellion to a tyrant is obedience to God
-Thomas Jefferson

সম্পাদকীয় নোটের বদলে
প্রধান উপদেষ্টার কাছে খোলাচিঠি - ৩

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা,

আমরা জানি আপনার সরকারের প্রধান দায়িত্ব হলো এ বছরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করা। বছর শেষ হতে সাড়ে নয় মাস বাকি, কিন্তু ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন হবে কিনা, বা হলে তা অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে কিনা তা নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। দেশে যা ঘটছে তাতে রাজনৈতিক সমীকরণ মেলানো আমাদের মতো প্রান্তজনদের কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমার প্রসঙ্গ নির্বাচন নয়। আজকের এই চিঠিতে যা তুলে ধরতে চাই তা হলো সেই একই পুরোনো বিষয়, যা দেশের মহা সংকট ও সমস্যার তুলনাই আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে নাও হতে পারে। কিন্তু আমাদের জন্য তা জীবন মরনের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

এত লেখালেখি, স্মারকলিপি পেশ, সংবাদ সম্মেলন, বিশিষ্ট নাগরিকদের সুপারিশ ইত্যাদি সত্ত্বেও ভূমি ওর পাতায় দেখুন

বরকল টিএনওর নির্দেশ: পাহাড়িদের জমি বেদখল কর

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল থানার নির্বাহী কর্মকর্তা সেটলারদেরকে পাহাড়িদের জমি জোর করে দখল করার নির্দেশ দিয়েছেন। গত ১ মার্চ ২০০৮ মৌখিকভাবে তিনি এ নির্দেশ দেন। এর কয়েক মাস আগে অন্য একটি প্রভাব শালী গোষ্ঠিও মাইকিং করে একই ধরনের নির্দেশ দেয় বলে জানা গেছে।

সেই ঘোষণার পর থেকে বরকলে ভূমি বেদখল প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাকছড়ি নামক এলাকায় জমি নিয়ে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। স্থানীয় এলাকাবাসী জানিয়েছে, পাহাড়িরা জমিতে ধান লাগানোর পর পরই সেটলাররা তা নষ্ট করে দেয়। বংশ পরম্পরায় চাষ করে আসা পাহাড়িদের জমিগুলো সেটলাররা তাদের বলে দাবি করছে। এলাকায় এ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছে তারা যে কোন ভাবেই হোক সেটলারদের ভূমি আগ্রাসন মোকাবিলা করবে, কিছুতেই জমি ছাড়বে না। কারণ তাদের আর কোথাও যাওয়ার নেই। এ মাটি তাদের এবং তারা প্রয়োজনে মাটি কামড়ে থাকবে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন বলেন, তারা ৬০ দশকের কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারণে উচ্ছেদ হয়েছিলেন। চুক্তির আগেও ঘরবাড়ি ছেড়ে থাকতে হয়েছে। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, "আমরা কত বার উচ্ছেদ হবো? কত আর পালিয়ে বেড়াবো? আর নয়। এবার শেষ লড়াই। মরলেও এখানে, বাঁচলেও এখানে।"

আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। গত ১১ মার্চ ২০০৮ Country Reports on Human Rights Practices - 2007 শিরোনামে প্রকাশিত উক্ত রিপোর্টে বিগত বছরের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। এতে ভূমি বেদখল, গ্রেফতার, পার্বত্য চুক্তি ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। রিপোর্টের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত ভাগের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিম্নরূপ:

ভূমির ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে পাহাড়ি জনগণের সামর্থ্য নিতান্তই কম। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি বললেই চলে। সরকার চুক্তি মোতাবেক ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের মতো প্রধান প্রধান কাজের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে তুলে দেয়নি। মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে এবং শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে অসন্তোষ বজায় থেকেছে। সরকার তিন পার্বত্য জেলায় মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ দিতে বরাবরের মতো অস্বীকার করেছে। সরকার কারণ হিসেবে নিরাপত্তার কথা বলেছে, কিন্তু মানবাধিকার সংগঠন ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের মতে এর উদ্দেশ্য হলো ঐ এলাকায় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করা। পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত ভূমি কমিশন কার্যকর হয়নি। পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহ চলাকালে উৎখাত হওয়া লোকজনকে সাহায্য না দেয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ নিরাপত্তা বাহিনী জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে নির্বিচার গ্রেফতারসহ পাহাড়িদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন বৃদ্ধি করেছে।

একটি মানবাধিকার সংগঠনের মতে, গত বছর পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংস ঘটনায় ৭ ব্যক্তি নিহত ও ২ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া ৭ জন অপহৃত ও ২ জন গ্রেফতার হন।

পাহাড়ি সংগঠনগুলো বরাবরের মতো নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের অধিকার হরণ করার অভিযোগ করেছে। গত ৯ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ির আদিবাসী নেতারা ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন যে বাঙালিরা তাদের কৃষি জমি বেদখল করেছে। তারা বলেছে বাঙালি সেটলাররা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় তাদের ৩৬৬ একর কৃষিজমি জোরপূর্বক কেড়ে নিয়েছে। বছরের শেষাস্তে খাগড়াছড়ির মধ্য দেমুছড়ি গ্রামে ইউএনডিপি-র আর্থিক সাহায্যে একটি নার্সারী গড়ে তোলার প্রকল্প ব্যর্থ হয়। কারণ ওর পাতায় দেখুন

রাঙ্গামাটির বুড়িঘাটে ভূমি বেদখল পরিস্থিতি

উগ্রবাদীদের সহায়তায় কিছু সংখ্যক সেটলার গত ১৫ ডিসেম্বর ২০০৭ থেকে আজ পর্যন্ত নান্যাচরের বুড়িঘাটের হাতিমারা এলাকায় ১৫ ব্যক্তির ২৬.৯ একর জমি জোরপূর্বক কেড়ে নিয়েছে। আরো অনেকের জমি কেড়ে নেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, যে কোন মুহূর্তে যে কারোর জমি বেদখল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বিরাজ করছে। ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে আবুল শরীফ নামে জনৈক সেটলার সেনা সদস্যদের প্রহরায় সুনীল কুমার চাকমার (৩৬) কাছ থেকে বেদখলকৃত ১.৬০ একর জমিতে ধান রোপন শুরু করে।

প্রশাসনের ভূমিকা

বেসামরিক প্রশাসন মোটেই নিরপেক্ষ নয়। সেটলারদের বেদখলকে বৈধতা দেয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা অত্যন্ত তৎপর। পাহাড়িদের মালিকানাধীন জমি বেদখলমুক্ত করার পরিবর্তে প্রশাসন সেটলারদের প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা দিচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯০০ সালের রেগুলেশন মোতাবেক ৭৮ নং বগাছড়ি মৌজার হেডম্যান ১৬০ পরিবারকে ৩০ শতক হারে মোট ৫০ একর জমি বন্দোবস্তী প্রদান করেন। এই জমি থেকে ৪ একর করুণা কুটির নির্মাণের জন্য দান করা হয়। কুটির নির্মাণ কাজ ২২ আগষ্ট ২০০৬ থেকে শুরু হয়ে ২ সেপ্টেম্বর ২০০৭ শেষ হয়। ১৫ অক্টোবর ২০০৬ পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বজন শ্রদ্ধেয় অর্হত ভিক্ষু বনভান্তের শিষ্য শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্থবির কুটির উদ্বোধন করতে গেলে হঠাৎ বেলা ১টার দিকে নান্যাচর থানা কর্তৃপক্ষ সেখানে উপস্থিত হয়ে কুটির ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। মজিবর রহমান নামে জনৈক সেটলার ঐ জমি তার বলে দাবি করে বসে এবং রাঙ্গামাটি জেলার প্রথম শ্রেণীর মেজিস্ট্রেট এর আদালতে রাম ওর পাতায় দেখুন

দিঘীনালায় ভূমি বেদখল অব্যাহত

শেষ পাতার পর

জন্য তিনি ৫ জন চেয়ারম্যানের কাছে দরখাস্ত দেন। কিন্তু কোন বিচার পাননি। অপরদিকে, ভয়ে পালিয়ে থাকতে হয়েছে বিধায় তিনি সরকারী আদালতে মামলাও করতে পারেননি।

জমি বেদখলের সময় সেনাবাহিনী আসামী খোঁজার নামে ভীতি প্রদর্শন করে। ফলে ভূমি মালিককে পালিয়ে থাকতে হয়। এর সুযোগে সেটলাররা তার জমি বেদখল করে। বর্তমানে ভূমি মালিকের লাগানো ফলজ ও বনজ বাগান কেটে সেটলাররা ভোগ করছে।

২। বড়পেদা চাকমার ২ একর জমি বেদখল

গত ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহের দিকে জামতলী বাঙালি পাড়ার সাইদুল ইসলাম ও আসাদুল ইসলাম নামে দুই সেটলার ভৈরকা গ্রামের বড়পেদা চাকমা (৩৫) পীং দীন কুমার চাকমার ২ একর তৃতীয় শ্রেণীর জমি জোরপূর্বক দখল করে। জমির খতিয়ান নম্বর আর-৩৪।

বেদখলের সময় বাধা দেয়া হলেও কোন কাজ হয়নি। জমিতে তার লাগানো আম, কাঁঠাল ও সেগুনসহ বিভিন্ন ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রয়েছে।

বড়পেদা চাকমাদের পরিবার ১৯৮৬ সালে ভারতে শরণার্থী হয় এবং ১৯৯৭ সালে ফিরে আসে। পরিবার রেশন কার্ড নং ০৫৯০।

বেদখলের বিরুদ্ধে ১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ দীঘিনালা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর নালিশ করা হয়। বড়পেদা চাকমার পিতা দীন কুমার চাকমা এ নালিশ করেন। আবেদন পত্রে তিনি উল্লেখ করেন: "গত বৃহস্পতিবার ০৭/০২/০৮ ইং সকালে পার্শ্বোক্ত ব্যক্তিরা তাহাদের ১০ - ১৫ জনের একদল লোক নিয়া আমার উক্ত বাগানে অনধিকার হস্তক্ষেপে সেগুন ও অন্যান্য গাছগুলি কর্তন করিয়া নিয়া যাইতেছে। আমি পার্শ্বোক্ত ব্যক্তিদের এহেন জোরজবরদস্তি কাজের বাধা প্রদান করিলেও তাহারা কোন কর্ণপাত করিতেছে না। তাহারা উক্ত বাগান ও ভূমি তাহাদের বলে দাবি করিতেছে। বিধায় উক্ত বিষয়ে আমি স্থানীয় চেয়ারম্যানকে অবগত করিলে কোন প্রতিকার হয় নাই।

"কাজেই আমি উক্ত বিষয়ে তাহাদের দাবীর সত্য মিথ্যা প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরেজমিন তদন্ত করা ও বিচার করে রায় দেওয়া সময়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপে কাতর আবেদন করিতেছি।"

উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার গত ১৩ ফেব্রুয়ারী এক নোটিশের মাধ্যমে "উক্ত অভিযোগের বিষয়ে শুনানীর জন্য আগামী ১০-০৩-২০০৮ ইং তারিখ" ধার্য করেন। নোটিশে আরো বলা হয়, "উল্লেখ থাকে যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ২য় পক্ষগণ গাছ কর্তন থেকে বিরত থাকবে।"

কিন্তু উক্ত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সেটলাররা বেদখলকৃত জমিতে অবস্থান করছে ও গাছপালা কেটে নিচ্ছে।

জানা যায়, ২০০৫ সালেও একবার বহিরাগত সেটলাররা বড়পেদা চাকমাদের উক্ত জমি বেদখলের চেষ্টা চালায়। সে সময় বহিরাগতরা ঐ জমিতে ঘরও নির্মাণ করে। কিন্তু ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে প্রশাসন সেগুলো ভেঙে দিতে বাধ্য হয়।

৩। জুয়া দলিলের মাধ্যমে আনন্দ চাকমার ৫ একর ও তেইয্যা চাকমার ২ একর জমি বেদখলের চেষ্টা

ভৈরকা (নুয়োপাড়া) গ্রামের বাসিন্দা আনন্দ চাকমা (৪০) পীং মনোরঞ্জন চাকমার ৫ একর তৃতীয় শ্রেণীর জমি বেদখলের চেষ্টা চালাচ্ছে ছালেহা খাতুন নামে জামতলীর এক সেটলার মহিলা। [জামতলি নামটি সেটলারদের দেয়া। পাহাড়িদের জায়গা দখল করে সেখানে সেটলাররা এই গ্রামটি প্রতিষ্ঠা করে। আসলে জামতলির জমি ভৈরকা / নুয়োপাড়ারই অংশ।] ঐ জমি তিনি তার পিতামহ সুদজ্যা চাকমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। জমির খতিয়ান / হোল্ডিং নং ৪৬। বন্দোবস্তীর সাল হলো ৬০ - ৬১। চৌহদ্দী উ: নিশিকান্ত চাকমা, দ: রাবার বাগান (পূর্ণমনি), পূ: কালকেতু পাহাড়, প: বগ ধান্য জমি। জমির মালিক ঐ জমিতে কাঁঠাল, সেগুন, গামারী, আম, লিচু ও কলাগাছ লাগিয়েছেন।

আনন্দ চাকমার উক্ত জমি বেদখলের জন্য জাল দলিল তৈরি করেন আব্দুর রহমান। বর্তমানে তিনি মৃত। এখন তার স্ত্রী ছালেহা খাতুন উক্ত জমি বেদখলের জন্য উত্তরাধিকারী সেজে আনন্দ চাকমার বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী মামলা ঠুকে দেন। মামলা নম্বর হলো ২১৪/২০০৭। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহদাৎ হোসেন, যিনি পদাধিকার বলে সিভিল জজ, গত ১০ জানুয়ারি ২০০৮ স্বাক্ষরিত এক আদেশে লেখেন: "আর্জির কপি দিয়ে বিবাদীগণকে লিখিত জবাব দিতে বলুন। পরবর্তী তারিখ ০৯/০৩/০৮ খ্রী: জবাব।"

সরেজমিন উক্ত জমি পরিদর্শন করে দেখা যায় আনন্দ চাকমা উক্ত জায়গায় বিভিন্ন ধরনের বনজ ও ফলজ গাছ লাগিয়েছেন এবং জুয়া দলিলকারীর চৌহদ্দীর সাথে তার জমির চৌহদ্দীর কোন মিল নেই। মূলতঃ জুয়া দলিল দেখিয়ে তার জমি কেড়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই এ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ছালেহা খাতুনের উকিল আর্জিতে লেখেন, "বাদীনির স্বামী তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক সেটলার প্রজাদের অত্র মামলায় বাসিন্দাসহ ৫.০০ (পাঁচ) একর করে ভূমি প্রদান করে পুনর্বাসিত প্রজাদের মধ্যে একজন পুনর্বাসিত হয়।" তিনি তার মামলার আবেদনে দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৯ নং আদেশের ১/২ নিয়ম অনুসারে নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা জানান।

আনন্দ চাকমা জানান, গত বছর নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে ৩০/৪০ জনের বহিরাগত সেটলার দল দা, কুড়াল সমেত উক্ত জায়গা দখলের জন্য যায়। কিন্তু গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে যায়।

তেইয্যা চাকমার ২ একর জমি

আনন্দ চাকমার জমির পাশে তেইয্যা চাকমা (৪০) পীং বড়চোগা চাকমার ২ একর পাহাড়ি জমিও জবরদখলের চেষ্টা চালাচ্ছে ছালেহা খাতুন। তেইয্যা চাকমার গ্রামও ভৈরকা। জমিতে তার লাগানো বিভিন্ন জাতের গাছ রয়েছে।

ছালেহা খাতুন তার মামলার আবেদনে আনন্দ চাকমার সাথে তার নামও যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ আনন্দ চাকমার ৫ একর ও তেইয্যা চাকমার ২ একর জমি তার বলে দাবি করে ঐ মামলা দায়ের করেন।

৪। ছোট বেতছড়ি এলাকায় সূর্য সিং চাকমার ৪ একর জমি বেদখল

গত জুলাই ২০০৭ সেটলাররা ছোট বেতছড়ি এলাকার পোড়াবাড়ী গ্রামের সূর্য সিং চাকমার (৭০) রেকর্ডীয় ৪ একর তৃতীয় শ্রেণীর জমি বেদখল করেছে। তারা প্রথমে জমির ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে। এরপর শ্রাবণ মাসের ১৯ তারিখ ঘর তোলে। এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেটলারদের সহযোগিতা করে। বর্তমানে তার জমিতে তিনটি সেটলার পরিবার অবৈধভাবে বসবাস করছে। উক্ত জায়গার ৫০ গজের মধ্যে একটি আনসার পোস্ট ও ৭০/৮০ গজের মধ্যে রয়েছে বেতছড়ি আর্মি সাবজোন। বহিরাগতরা বলেছে যে ছোট বেতছড়ি এলাকায় মোট ২৫ পরিবার সেটলারকে বসানো হবে। এ ব্যাপারে সরকারের অনুমোদন রয়েছে।

৫। ছোট বেতছড়িতে আনন্দ মোহন চাকমার ৫ একর ২০ ডেসিমেল জমি বেদখলের চেষ্টা

রুকিক নগরের বাসিন্দা তারা মিঞার (৪০) নেতৃত্বে সেটলাররা গত জুন-জুলাই ২০০৭ ছোট বেতছড়ি এলাকাধীন ঘুলছড়ি গ্রামের আনন্দ মোহন চাকমা (৬৩) পীং দয়ামোহন চাকমার ১.২০ একর প্রথম শ্রেণী ও ৪ একর তৃতীয় শ্রেণীর জমি বেদখলের চেষ্টা চালায়। সেটলাররা কয়েক বারই দল বেধে ঐ জমি কেড়ে নেয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রতিবারই জমির মালিক তাদের বাধা দেন। এক পর্যায়ে ৩০ - ৩৫ জন সেটলার ঝোপঝাড় কাটতে আসে। কিছুক্ষণ পর বেতছড়ি সাবজোন থেকে একদল সেনা সদস্য তাদের নিরাপত্তা দিতে সেখানে আসে। এ সময় ভূমি মালিক সেনা সদস্যদের সামনে গিয়ে বলে, "এটা আমাদের জায়গা। আমাদের আর অন্য কোন জমি নেই। আমরা এই জমি ছাড়তে পারবো না।" এরপর আর্মিরা সেখানে যতক্ষণ ছিল, সেটলাররা ততক্ষণ ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে। আর্মিরা চলে গেলে তারাও কাজ বন্ধ করে চলে যায়।

৬। ছোট বেতছড়িতে কমল বিকাশ চাকমার ১.৪৮ একর জমি বেদখলের চেষ্টা

গত জুন-জুলাই ২০০৭ সেটলাররা ছোট বেতছড়ি এলাকার ঘুলছড়ি গ্রামের কমল বিকাশ চাকমা (২৪) পীং মৃত জয়ন্ত কুমার চাকমার ১.৪৮ একর প্রথম শ্রেণীর জমি বেদখলের চেষ্টা চালায়। জমির হোল্ডিং নং আর-৬০। উক্ত জমি তিনি ১৯৮০ সালে কাদেইয়ো চাকমার (বর্তমানে মৃত) কাছ থেকে ক্রয় করেন। মরিয়া হয়ে বাধা দেয়ার পর বেদখল প্রচেষ্টা আপাতত ঠেকানো গেছে। পূর্বোক্ত আনন্দ চাকমার জমি ও তার জমি একই সময়ে বেদখলের চেষ্টা চালানো হয়।

রাঙ্গামাটির বুড়িঘাটে ভূমি বেদখল

১ম পাতার পর

কার্বারী, গন্ডপোল্যা চাকমা, কান্তি রঞ্জন চাকমা, সংহ চাকমা ও কুমিজ্যা চাকমা নামে বগাছড়ির (১৪ মাইল) পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। সে দাবি করে যে সরকার ১৯৮২ সালে তার পিতা আরজ আলী সরদারের নামে উক্ত জমিসহ ৫ একর বন্দোবস্তী দেয়। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক ৭ ডিসেম্বর ২০০৬ দেয়া নির্দেশে বলেন: "উভয় পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করলাম। ১ম পক্ষের (অর্থাৎ মজিবর রহমানের) বক্তব্য হল যে, তফসীলে বর্ণিত সম্পত্তির মালিক প্রথম পক্ষের পিতা। তিনি বন্দোবস্ত মূলে উক্ত সম্পত্তির মালিক ও দখলদার। ১ম পক্ষের পিতার মৃত্যুর পর ১ম পক্ষ উক্ত জমি উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক ও দখলদার। অন্যদিকে ২য় পক্ষের বক্তব্য হল যে, ১৬০ পরিবার ১৯৬৮ সন হতে উক্ত সম্পত্তি হেডম্যান হতে একসনা বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হয় মালিক ও দখলদার।

"উভয় পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করলাম। O/C নানিয়ারচরের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলাম। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উভয় পক্ষে তর্কিত সম্পত্তির মালিকানা দাবি করেন তবে ১ম পক্ষ উক্ত সম্পত্তি বর্তমানে দখল করেন বলে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় ২য় পক্ষগণ কর্তৃক উক্ত সম্পত্তি দখল করতে গেলে শান্তি ভংগের আশংকা বিদ্যমান হেতু তফসীল বর্ণিত সম্পত্তিতে ২য় পক্ষের প্রবেশ বারণ করে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার্থে কাঃ বিঃ ১৪৪ ধারার আদেশ দেয়া হল।"

উক্ত আদেশে সেটলারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে বলে যদি কেউ অভিযোগ করে তাহলে তাকে খুব বেশী দোষ দেয়া যাবে না। কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কথিত তর্কিত সম্পত্তি মজিবর রহমানের দখলে রয়েছে বলে ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ সঠিক নয়। একইভাবে "২য় পক্ষগণ কর্তৃক উক্ত সম্পত্তি দখল করতে গেলে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাও" অবান্তর। ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় বিষয়টির আরো গভীরে গিয়ে বিচার করলে ভালো করতেন। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার রাজনৈতিক ডাইমেনশন রয়েছে। অতীতের স্বৈরাচারী সামরিক সরকারগুলো রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যে নকল ভূমি দলিল তৈরি করে তা সেটলারদের হাতে তুলে দিয়ে সমস্যাকে গভীর থেকে গভীরতর করেছে। এই দলিল সমূহে জমির অবস্থানের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আন্দাজে চৌহদ্দী লেখা হয়েছে। সেটলাররা ঐ দলিল বলে যে জমি দখল করতে যায়, সেই জমির চৌহদ্দীর সাথে তাকে দেয়া দলিলের চৌহদ্দীর কোন মিল থাকে না। ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। ন্যায় বিচারের স্বার্থে এ দিকটি অবশ্যই বিবেচনায় নেয়ার দরকার ছিল।

বগাছড়ির জমি বেদখল সংক্রান্ত অপর এক মামলায় আদালত স্থিতাবস্থা জারি করে। কিন্তু উক্ত আদেশ অমান্য করে আব্দুল খালেকসহ সেটলাররা ১৯ জানুয়ারী ২০০৮ বেদখলকৃত জমিতে আনারস চারা রোপন করে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। জমির মালিকরা ২০ ফেব্রুয়ারী রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করেন। তিনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু সেদিন রাতেই রহস্যজনকভাবে কে বা কারা অবৈধভাবে লাগানো ঐ আনারসের চারাগুলো উপড়ে ফেলে দেয়। ধারণা করা হয় একটি বিশেষ মহল পাহাড়িদের পাড়া গ্রামে হামলা চালিয়ে আরো জমি জবরদখল করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে উক্ত ঘটনা ঘটায়। ঐ ঘটনার পর বটতলা, সুরিদাসপাড়া, শিয়ালপাড়া, তরণীপাড়া, সৈয়ন্দর পাড়া, মুলক্ষীপাড়া ও দাজ্যা পাড়ার পাহাড়িরা সেটলারদের হামলার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। এখনো ঐ এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভীতিমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি

ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে যাতে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে না ওঠে সেজন্য পরিকল্পিতভাবে পাহাড়িদের এলাকায় ভীতিমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। গত ২০ জানুয়ারী ২০০৮ শামসু মোল্লা নামে জনৈক সেটলার নিখোঁজ হওয়ার গুজব উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করা হয় (জানা যায় তিনি কিছুটা মস্তিষ্ক বিকৃত ও ঋণগ্রস্ত)। নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য থানা পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আশ্রয় না নিয়ে কিছু সংখ্যক সেটলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর অপচেষ্টা চালায়। তারা গর্জনতলী থেকে পূর্ব হাতিমারা গ্রামে আনারসের চারা নিতে আসা ৪ জন পাহাড়িকে বেদম মারধর করে। এমনকি বালক বয়সী কয়েকজন সেটলারও শারীরিক নির্যাতনে অংশ নেয়। এছাড়া সেটলাররা পূর্ব হাতিমারা গ্রামের শুভধন দেওয়ান (বয়স ২৪) পীং নলিনী দেওয়ান ওরফে নাককালা ও আনন্দ চাকমা (বয়স ২৪) পীং করুণাময় কার্বারী নামে দুই ব্যক্তির ওপরও মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালায়। এতে একজন চোখে ও অন্যজন পায়ে সাংঘাতিকভাবে আঘাত পান।

উক্ত ঘটনার পর পাহাড়িদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রামে সেটলারদের সাম্প্রদায়িক হামলার আশঙ্কা দেখা দিলে ২৩ জানুয়ারীর মধ্যে পূর্ব হাতিমারা গ্রামের ৪৫ পরিবার (আনুমানিক ৩০০ জন) ও উত্তর হাতিমারা গ্রামের ৩৬ পরিবার (আনুমানিক ২৫০ জন) পাহাড়ি ঘরবাড়ি ছেড়ে তাগুামুরা, চেঙ্গছড়ি, গুদিয়ালসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। প্রচণ্ড শীতে নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটানোর পর অবশেষে তারা ৩০ জানুয়ারী ও ৩ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন।

পাহাড়িদের উপর হামলার সময় স্থানীয় প্রশাসন রহস্যজনকভাবে নীরব ভূমিকা পালন করে। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে যেমন কোনরূপ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, অন্যদিকে তেমনি আতঙ্কগ্রস্ত অসহায় পাহাড়িদের রক্ষার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। দেশের নাগরিক হয়েও পাহাড়িদের প্রতি স্থানীয় প্রশাসনের এ ধরনের বিমাতাসুলভ আচরণ পাহাড়িদেরকে আরো বেশী আতঙ্কিত করে তুলেছে।

পরিকল্পিতভাবে নিখোঁজ হওয়ার গুজব ছড়িয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা ও পাহাড়িদের ওপর হামলার উদ্দেশ্য হলো পাহাড়িদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে জমি বেদখল করা। কারণ ভীত-সন্ত্রস্ত ও পলায়ন-উন্মুখ জনগণ কখনোই ভূমি বেদখল কিংবা অন্য কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয় না।

প্রধান উপদেষ্টার কাছে খোলাচিঠি

১ম পাতার পর

বেদখল অব্যাহত রয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক। গত জানুয়ারী মাসে দিঘীনালার মেরুং ইউপির ২৮ নং রেংকোয্যা মৌজার রত্নমনি চাকমার ২ একর, শান্তি কুমার চাকমার ১ একর ও ভরত চন্দ্র চাকমার ৫ একর প্রথম শ্রেণীর ধান্য জমি জোরপূর্বক বেদখল করা হয়েছে। এছাড়া চংড়াছড়ির তিনটি গ্রাম জয়ন্ত কুমার পাড়া, ইন্দ্র কুমার পাড়া ও কাঞ্চন বাঁশি পাড়ায় ভূমি বেদখল করে সেটলার পুনর্বাসনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে গত বছরের জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগ থেকে। পাহাড়িদের লাগানো সেগুন, গামারীসহ বিভিন্ন ফলের বাগান ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। ভূমি মালিকরা বেদখলে বাধা দেয়ার পর সেটলাররা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সমাধান হওয়া অত্যন্ত জরুরী। যদি আপনার সরকার বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে, নারী উন্নয়ন নীতিমালা, তথ্য অধিকার আইন তৈরি করতে পারে, তাহলে কেন এ অঞ্চলের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য অন্ততঃ প্রাথমিক ভিতটা তৈরি করতে পারবে না? এই প্রশ্ন রেখে শেষ করছি। **ইতি অধ্যাত এক নিপীড়িত পাহাড়ি।**

আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

১ম পাতার পর

বাঙালি সেটলাররা উক্ত প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত জমিতে বাড়িঘর নির্মাণ করেছে। স্থানীয় জনগণের ভাষ্য মতে, তাদের (বেদখকৃত) ভূমির মালিকানা দলিল থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইন ও শান্তি চুক্তি লঙ্ঘন করে সেটলারদের নামে নকল দলিল ইস্যু করে।

হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম জানিয়েছে, গত ১ এপ্রিল সেনা সদস্যরা রাঙ্গামাটি জেলার বগাছড়ি গ্রামে ইউপিডিএফ নেতা সচিব চাকমার বাড়িতে হানা দেয়। বাসায় সচিব চাকমাকে না পেয়ে সেনারা তার বাবা, স্ত্রী, দুই শিশু সন্তান ও অন্য এক ব্যক্তিকে নান্যাচরের একটি আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং ছেড়ে দেয়ার পূর্বে তার বাবাকে মারধর করে।

পিসিজেএসএস ও আদিবাসী নেতাদের অভিযোগ, আর্মির নেতৃত্বে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলা দায়েরসহ আদিবাসীদের বিরুদ্ধে "নিবর্তনমূলক কার্যক্রম" বৃদ্ধি করেছে। তাদের রিপোর্ট অনুসারে জরুরী অবস্থার কারণে কেউ প্রতিবাদ করতে পারেনি।

গত ১১ মার্চ এক আর্মি ক্যাপ্টেনকে মেরে ফেলার ঘটনার সাথে জড়িত থাকা সন্দেহে খাগড়াছড়ি জেলার মাইসছড়ি থেকে বিমল বিকাশ চাকমা ও মিলন বিহারী চাকমা নামে ইউপিডিএফ-এর দুই সদস্যকে যৌথ বাহিনী গ্রেফতার করে।

দিঘীনালায় ভূমি বেদখল অব্যাহত

গত বছর আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে বৌদ্ধ বিহারের জমিসহ সাধনা টিলার ৩০০ একর জমি বেদখলের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরও খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা থানার বিভিন্ন মৌজায় অব্যাহতভাবে ভূমি বেদখলের ঘটনা ঘটে চলেছে। এ সব ঘটনায় উগ্রবাদীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ রয়েছে। তারাই সেটলারদেরকে ইন্ধন দিচ্ছে ও জমি বেদখলের সময় সরাসরি উপস্থিত থেকে লাঠিয়ালের ভূমিকা পালন করছে। হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম কর্তৃক সংগৃহীত দিঘীনালার বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রতিক ভূমি বেদখলের তথ্যগুলো এই বুলেটিনে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হবে। প্রথম কিস্তিতে কবাখালি ও বড় মেরুং মৌজায় জমি বেদখলের কিছু ঘটনা তুলে ধরা হল।

কবাখালি মৌজা, ইউপি কবাখালি

১। তরুণ তপন দেওয়ানের ৪.৬ একর জমি বেদখল

গত ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাবলাখালি গুচ্ছগ্রামের হাবিব লিডারের (৭০) নেতৃত্বে সেটলাররা কবাখালি মৌজার রহিচ্যামুনি পাড়ার তরুণ তপন দেওয়ান (৫০) পীং শান্তিময় দেওয়ানের মোট ৪.৬ একর জমি জবরদখল করে। উক্ত জমির মধ্যে ৪ একর তৃতীয় শ্রেণীর ও বেড় কানি বা ,৬০ একর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

সেটলাররা উক্ত জায়গায় অবৈধভাবে ৬টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে তখনও খবর পাওয়া গেছে যে সেটলাররা সেখানে আরো বাড়ি নির্মাণ করছে।

বেদখলের সময় বাধা দিলে ভূমি মালিকের স্ত্রী গীতাঞ্জলিকে হাবিব লিডার হুমকি দিয়ে বলে "তোমাদের বাপ-বাগিচা সব ধ্বংস করে দেবো এবং পুলিশ দারোগা এনে তোমাদেরকে জেলে ঢুকাবো।" ১৫ - ২০ দিন আগে ইউএনও-র কাছে জমি বেদখলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারী তার অফিসে শুনানী হওয়ার কথা রয়েছে।

তরুণ তপন দেওয়ান বন্দোবস্তী সূত্রে ঐ জমির মালিক। বন্দোবস্তী মামলা নং ৫২০/৮৪-৮৫। জমিতে তার ১৯৭৬ সালে লাগানো সেগুন বাগান রয়েছে। এছাড়া ৬৮ সালে লাগানো কাঁঠাল ও আম গাছও আছে। পূর্বে সেখানে তার বসতবাড়ি ছিল। পরে চাষাবাদের সুবিধার জন্য পাহাড় থেকে সমতল এলাকায় এসে তিনি বসতি করেন।

২। নীলাময় দেওয়ানের ১ একর ২৮ ডেসিমেল জমি বেদখল

গত ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাবলাখালি গুচ্ছগ্রামের হাবিব লিডারের নেতৃত্বে সেটলাররা নীলাময় দেওয়ান (৮০) পীং আনন্দ মোহন দেওয়ানের ৬ একর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত জমি থেকে ১ একর ২৮ ডেসিমেল বেদখল করেছে। সেটলাররা সেখানে বর্তমানে ৬টি বাড়ি নির্মাণ করেছে এবং এখনো অনেকে ঘর তুলছে।

উক্ত জমি ৬৫ সালে বন্দোবস্তীকৃত যার খতিয়ান নম্বর হলো আর-৪। সেখানে জমির মালিকের আম, কাঁঠাল ও নারকেল গাছ রয়েছে। জমির তত্ত্বাবধায়ক হলেন তরুণ তপন দেওয়ান।

৩। আরো কয়েকজনের জমি বেদখল

কবাখালিতে আরো যাদের জমি বেদখল হয়েছে তারা হলেন পুন্যচরণ চাকমার (৭০) দুই ছেলে ফরা চাকমা ও গোপাল শান্তি চাকমা, প্রবীন চাকমা (৪০) পীং মতি কুমার চাকমা, আনন্দ ময় চাকমা (৩০) পীং চিত্র চাকমা, মঙ্গল কুমার চাকমা (৩৫) পীং সুন্দর কুমার চাকমা, দয়াময় চাকমা।

৫৩ নং কবাখালি মৌজার হেডম্যান দীপংকর চাকমা জানান, ৮৮৮ নং দাগে ক্যাম্পের পাশে অবস্থিত আনুমানিক ৩০০ একর জায়গা সেটলাররা বেদখল করেছে। বেদখলের প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত আছে।

খ. বড় মেরুং মৌজা (৩০ নং), মেরুং ইউপি

১। রায় বাহাদুর চাকমার ২ একর জমি বেদখল

গত ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে জামতলী পাড়ার সাইনুল, রফিক ও মোমিন ভৈরফা গ্রামের রায় বাহাদুর চাকমার (৩০) ২ একর তৃতীয় শ্রেণীর পাহাড়ি জমি বেদখল করে। উক্ত জমি তার পিতা লংকেশ্বর চাকমার নামে রেকর্ডভুক্ত। জমির খতিয়ান নং আর-৩৩।

সেটলাররা এখন উক্ত জমিতে ঘর তুলে বসবাস করছে। বেদখলের সময় বাধা দেয়া হয়। কিন্তু সেটলাররা কালো ও লাল পতাকা উড়িয়ে জমি বেদখল করে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের সহযোগিতা দেয়।

উক্ত জমিতে মালিকের লাগানো বড়ই, জামসহ বিভিন্ন ফলমূলের গাছ রয়েছে। রায় বাহাদুর ও তাদের পরিবারের সদস্যরা সেনা আক্রমণের ভয়ে ১৯৮৬ সালে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। সেখানে দীর্ঘ ১২ বছর শরণার্থী জীবন কাটানোর পর ১৯৯৭ সালে ফিরে এসে দেখতে পান কিছুই নেই। তাদের জমি বেদখলের জন্য ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। সেটলাররা তাদের বিরুদ্ধে গত বছর নভেম্বরের দিকে দীঘিনালা থানায় মামলা দায়ের করে। হত্যা ও ধর্ষণ মামলা। কিন্তু সত্য হলো সেটলাররা নিজেরাই মারামারি করে, অথচ কোন কারণ ছাড়াই মামলা দেয় ভূমি মালিকসহ ৮/৯ জন পাহাড়ির বিরুদ্ধে।

এ জন্য ২/৩ মাস গ্রেফতারের ভয়ে তাদেরকে পালিয়ে থাকতে হয়েছে। সেনা-পুলিশ তাদের খোঁজাখুঁজি করে।

পাহাড়ের পাশে তার নিজস্ব সাড়ে ৫ কানি জমি রয়েছে। কিন্তু তিনি সে জমি চাষ করতে পারছেন না। সেটলারদের ভয়ে তিনি তার জমিতে যেতে পারেন না। ঐ জমি তিনি বর্গা দেন।

জমি ফিরে পাওয়ার

২য় পাতায় দেখুন

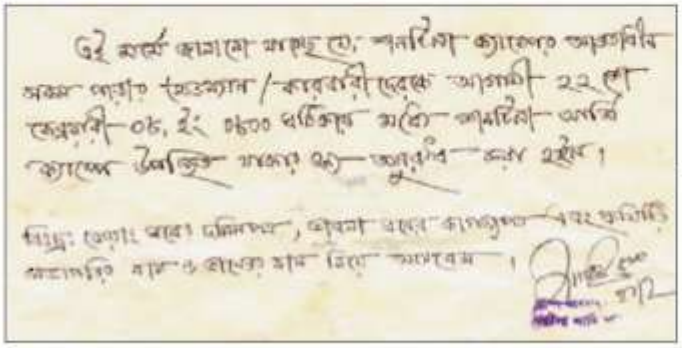

সম্প্রতি বৌদ্ধ বিহার, কুটির ও ভাবনা কেন্দ্র ও ধর্মীয় গুরুদের সম্পর্কে তথ্য নেয়ার নামে হয়রানি চলছে। পাশের নোটিশটি পানছড়ির শপটিলা ক্যাম্প কমান্ডার কর্তৃক লেখা। এতে "কেয়াং ঘরের দলিলপত্র, ভাবনা ঘরের কাগজপত্র এবং কমিটির সভাপতির নাম ও ভান্তের নাম নিয়ে এসে" ক্যাম্পে হাজির হওয়ার জন্য তার ক্যাম্পের আওতাধীন সকল পাড়ার হেডম্যান ও কার্বারীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।